বস্ত্র-বণিক বান্ধব সামাজিক

ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

গ্রন্থকার—
শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার
ও
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার।

প্রকাশক—
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার,
গ্রাম দুর্লভপুর, পোষ্ট ইটাহার, জেলা দিনাজপুর।

সন ১৩২৬ সাল।

দিনাজপুর বীণা-প্রেস লিমিটেডে
শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

বস্ত্র-বণিক বান্ধব সামাজিক

ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

গ্রন্থকার—
শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার
ও
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার।

প্রকাশক—
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার,
গ্রাম দুর্লভপুর, পোষ্ট ইটাহার, জেলা দিনাজপুর।

সন ১৩২৬ সাল।

দিনাজপুর বীণা-প্রেস লিমিটেডে
শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় অবনতির অনুসন্ধান কল্পে বহু শাস্ত্র ও পুরাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া যতদূর পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাঠকবর্গের জাতীয় উন্নতির বিন্দু মাত্র উপকার সাধিত হইলেও আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

বিগত লোক গণনার সময় আমি বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াও স্বজাতির জাতীয়তা নিরূপণ কল্পে সুফল লাভ করিতে পারি নাই, তদবধি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক দারুন আঘাত শেলসম বিদ্ধ থাকিয়া স্বজাতির হিত সাধনে সর্ব্বদা অগ্রসর করাইতেছে। আশাকরি, বারান্তরে এই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইব। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে বিনীত নিবেদন এই যে, যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থের পরিপোষক শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ, প্রত্নতত্ত্ব, ও ঐতিহাসিক সত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ করতঃ গ্রন্থের ভ্রম সংশোধনাদি করিবেন, আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে তৎ সকাশে অমোচ্য ঋণজালে আবদ্ধ থাকিব।

উপসংহারে বক্তব্য, স্বজাতি বংসর্গ যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে, বৃদ্ধগণের অনুমতি ক্রমে, এবং স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত কুন্দাকান্ত ঘোষ. বি, এ, বি, এল্ মহোদয়ের অনুকম্পায় ও বিশেষ যত্নে এইগ্রন্থ আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল।

এইগ্রন্থ আমাদের সমাজের প্রতি গৃহে পাঠ হওয়া ও রাখা কর্ত্তব্য। কিমধিকমিতি—

তারিখ
রথযাত্রা
১৪ই আষাঢ়। ১৩২৬

দীনম্মন্য—
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার
গ্রন্থকার—

সূচিপত্র—

বস্ত্র-বণিক বান্ধব সামাজিক

ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

গ্রন্থকার—
শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার
ও
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার।

প্রকাশক—
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার,
গ্রাম তুলভপুর, পোষ্ট ইটাহার, জেলা দিনাজপুর।

সন ১৩২৬ সাল।

দিনাজপুর বীণা-প্রেস লিমিটেডে
শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় অবনতির অনুসন্ধান কল্পে বহু শাস্ত্র ও পুরাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া যতদূর পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাঠকবর্গের জাতীয় উন্নতির বিন্দু মাত্র উপকার সাধিত হইলেও আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

বিগত লোক গণনার সময় আমি বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াও স্বজাতির জাতীয়তা নিরূপণ কল্পে সুফল লাভ করিতে পারি নাই, তদবধি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক দারুণ আঘাত শেলসম বিদ্ধ থাকিয়া স্বজাতির হিত সাধনে সর্ব্বদা অগ্রসর করাইতেছে। আশাকরি, বারান্তরে এই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইব। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে বিনীত নিবেদন এই যে, যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থের পরিপোষক শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ, প্রত্নতত্ত্ব, ও ঐতিহাসিক সত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ করতঃ গ্রন্থের ভ্রম সংশোধনাদি করিবেন, আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে তৎ সকাশে অমোচ্য ঋণজালে আবদ্ধ থাকিব।

উপসংহারে বক্তব্য, স্বজাতি বংশজ যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে, বৃদ্ধগণের অনুমতি ক্রমে, এবং সনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ঘোষ. বি, এ, বি, এল্ মহোদয়ের অনুকম্পায় ও বিশেষ যত্নে এইগ্রন্থ আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল।

এইগ্রন্থ আমাদের সমাজের প্রতি গৃহে পাঠ হওয়া ও রাখা কর্ত্তব্য। কিমধিকমিতি—

তারিখ
৺রথযাত্রা
১৪ই আষাঢ়। ১৩২৬

দীনম্মন্য—
শ্রীরমণীকান্ত তরফদার
গ্রন্থকার—

সূচিপত্র—

বিষয়— **পৃষ্ঠা—**

শ্রীশ্রী৺গুরবে নমঃ।

উপক্রমণিকা।

লোকেশ চৈতন্য ময়াধি দেব!
শ্রীকান্ত বিশেষ ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার যাত্রা মনু বর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ;
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হে ত্রৈলোক্য চৈতন্যকারী, আদি দেব, শ্রীনারায়ণ! তোমার প্রীতির জন্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার আজ্ঞা পালনার্থ সংসারে যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিছুই জানি না। তুমি হৃদয়ের দেবতা! যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত কর, সূত্রবদ্ধ পুত্তলিকার ন্যায় তাহাই করিয়া থাকি। তাই, আজ স্বদেশের ও স্বজাতির হিতানুষ্ঠানে অধমের উৎসাহ, নগণ্য হইলেও আশা বৃহৎ, কিন্তু একমাত্র তোমার করুণাই দীনের ভরসা স্থল।

হে জগন্নিয়ন্তা, বিশ্বপতি, তোমার এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডে কত কোটী কোটী জীব জল বিম্বের ন্যায় উঠিয়া ভাসিয়া আবার মিশিয়া যাইতেছে, তাহার গণনা কে করিতে পারে?

শাস্ত্রে উক্ত আছেঃ—

জলানি নব লক্ষাণি
দশলক্ষাঃ বিহঙ্গমাঃ
কীটকং রুদ্র লক্ষঞ্চ,
বিংশ লক্ষশ্চ চতুষ্পাদঃ
উদ্ভিজো ত্রিংশ লক্ষাশ্চ
চতুর্লক্ষশ্চ মানবং ॥

এই যে নবলক্ষ জলচর মৎস্যাদি, দশ লক্ষ খেচর বিহঙ্গমাদি, একাদশ লক্ষ কীট পতঙ্গাদি, বিংশতি লক্ষ বনচর চতুষ্পদাদি, ত্রিংশ লক্ষ উদ্ভিদ তরু লতাদি, এবং চারিলক্ষ মনুষ্য— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জীব যোনী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই এক একটী জাতি ও শ্রেণী আছে। বিশেষতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব জাতি সমাজ ও সঙ্ঘ ব্যতীত একাকী কখনই বাস করিতে পারে না। সুতরাং মানব সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই আর্য্য ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতি, শাখা, শ্রেণী গঠিত করিয়া তাহাদের বর্ণগত বৃত্তি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বর্ণোৎপত্তি।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে উক্ত আছেঃ—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽ জায়তে ॥

বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে কি এরূপ বুঝায় যে, ঈশ্বরের মুখ খুঁড়িয়া ব্রাহ্মণ, বাহু কাটিয়া ক্ষত্রিয়, উরু ছিঁড়িয়া বৈশ্য ও পদ খসিয়া শূদ্র— এসব জীয়ন্ত বাহির হইয়াছে? ইহা হইতে পারে না, শ্রুতির অভিপ্রায় এরূপ নহে। গীতাতেও এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণিত আছে। যথা—

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ। (গীতা)
অর্থাৎ গুণ কর্ম্ম বিভাগে আমা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বচন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ঈশ্বর কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার পর মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের মোক্ষ ধর্ম্মে লিখিত আছেঃ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং
সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি
কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥

ইহার তাৎপর্য্য, বর্ণের কোন বৈশিষ্ট ছিল না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন।

(সংহিতার ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ,
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।

অর্থ— প্রজাপতি ব্রহ্মা ভূলোকাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ, বাহু, উরু, ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং এই দুই বচনের তাৎপর্য্য পরস্পর বিভিন্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। কেন না পূর্ব্বে বলিয়াছি বর্ণ চতুষ্টয় ঈশ্বর কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে, এখন দেখিতেছি, যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে সে সেইরূপ জাতিত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তবে শাস্ত্রের কথা লইয়া গোল বাধিল।

শ্রুতি ভগবদ্গীতায় স্পষ্টতঃ লিখিত হইল এবং মনুর বচনেও বুঝায় যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক বর্ণ সমুদায়ের সৃষ্টি; আবার মহাভারতের কথায় জানা যাইতেছে তাহা নহে কর্ম্মের জন্যই বর্ণের সৃষ্টি।

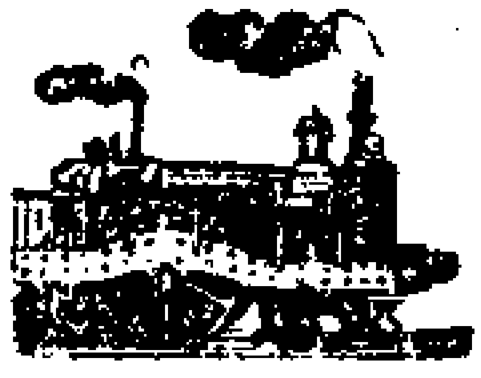
কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা যাইতেছে; মনে করুন একজন মনুষ্য বহু যত্ন ও পরিশ্রমে একটী আম্র কানন প্রস্তুত করিল। ক্রমে জল সিঞ্চন করিতে করিতে চারাগুলি বড় হইল। এক কালেই সকল বৃক্ষে মুকুল ধরিল; দেখিতে দেখিতে মুকুলগুলি ফলে পরিণত হইল। অবশেষে আম্রগুলি স্বর্ণ বর্ণে ভূষিত হইয়া পরিপক্ক হইয়া উঠিল। উদ্যান স্বামী স্বয়ং ফল ভক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিল, আম্রগুলি এক জাতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত। কোনটী মিষ্ট, কোনটী টক, কোনটী বেলের মত গন্ধ, কোনটী বা পেঁপের মত ইত্যাদি। তখন উদ্যান স্বামী তাহাদিগকে পৃথক করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিলেন। যে অতিশয় মিষ্ট তাহার নাম "মধুরতী," যে টক তাহার নাম "টকো," যাহার মধ্যে বেলের গন্ধ তাহাকে "বেলচোরা." যাহা পেঁপের মত তাহার নাম "গোপালভোগ," ইত্যাদি। এখন দেখিতে হইবে, উদ্যান স্বামীর রক্ষিত এই নাম কি বাহ্যিক দৃশ্য দর্শন করিয়া না আভ্যন্তরিক বিষয় লইয়া হইল? যদি বাস্তবিক আম্রের গুণ পরীক্ষা দ্বারা নাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে মানব জাতি বাহ্যিক দৃশ্যে প্রথমতঃ এক জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে আভ্যন্তরিক গুণ পরীক্ষা দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিগণিত হইয়া গেল। আম্রগুলির আভ্যন্তরিক গুণ পরীক্ষা দ্বারা উদ্যান স্বামী নাম করণ করিলেও একথা স্বীকার্য্য যে, ঐ সকল নাম স্বকপোল কল্পিত বটে; কারণ যে সকল আম্র মধুরাদি গুণ পরীক্ষা দ্বারা উদ্যান স্বামী নাম রাখিল সে সকল গুণ কোথা হইতে আসিল? সে সকল গুণের সৃষ্টি কে করিয়াছে? তাহা কি সর্ব্বগুণাধার বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্ট নহে? তাহা কি উদ্যান স্বামীর সৃষ্ট?

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভেদও ঠিক এইরূপ। এখন দেখুন শ্রুতি, ও মহাভারতের সামঞ্জস্য আছে কিনা? শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর কর্ত্তৃক বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি, মহাভারত বলিতেছেন, সব একবর্ণ

ছিল, কর্ম্ম ভেদে বর্ণ ভেদ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর একই রূপ মানব জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে লোকে গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঠিত হইয়াছে। পাঠক! একথা দ্বারা ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে :—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত জগতে রজস্তম গুণের প্রাদুর্ভাব ছিল না, মানব হৃদয়ে কেবল একমাত্র সত্ব গুণের বিকাশ পাইত. সে পর্য্যন্ত গুণ ভেদের অভাবে জাতি ভেদেরও আবশ্যক ছিল না; কাজেই তখন "সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ" ছিল। তারপর যখন মনুষ্য সমাজে সত্ব, রজঃ, তম গুণের তারতম্য অত্যধিক রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন আম্রের ন্যায় মানব সমাজ চারি ভাগে বিভক্ত হইল। জাতি চতুষ্টয় স্ব স্ব গুণানুসারে স্ব স্ব জাতির কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণত্ব লাভ করিল। সেই সময় হইতেই সমাজে জাতি ভেদ প্রবিষ্ট হইল। পদ্ম পুরাণেও লিখিত আছে যে, বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেন না সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্ম দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল কর্ম্ম গুণেই বিবিধ বর্ণ—বিবিধ উপাধি লাভ করিয়াছে।



জাতির বৃত্তি।

পূর্ব্বে বর্ণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাদের বৃত্তির বিষয় আলোচিত হইবে।

"কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং"

কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। গুণানুসারে বর্ণভেদ একথা সত্য; তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঐ সকল গুণ কাহার সৃষ্ট? যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে কি তিনি পক্ষপাত করিয়াছেন? কারণ তিনি কাহাকে সত্ত্ব গুণ প্রধান ব্রাহ্মণ, কাহাকে রজঃ গুণ প্রধান ক্ষত্রিয়, কাহাকে রজস্তম গুণ প্রধান বৈশ্য এবং কাহাকে কি তম গুণ প্রধান শূদ্র সৃষ্টি করিয়া জাতি বিভাগ করিয়াছেন? এরূপ পক্ষপাত করিলেন কেন? সকলকে সমভাগে সৃষ্টি করিলেই হইত। এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে একটা দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বিভিন্ন গুণের সৃষ্টি না হইলে জগতের কার্য্য শৃঙ্খলা মত চলিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নিকট ছোট বড় কিছুই নাই। তিনি সমদর্শী। মনে করুন, আমি একটা ধান্য ক্ষেত্র রক্ষার্থ তাহার চারিদিকে বেড়া দিলাম, তাহার কোনটা বড় খুঁটি, কোনটি ছোট খুঁটি আবশ্যক। আমি সেইরূপ খুঁটি কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলাম। ইহাতে কি আমার কোন পক্ষপাত আছে? না আমার কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত ঐরূপ সৃষ্ট হইল? ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের পৃথক্ পৃথক কার্য্য সম্পাদনের জন্যই পৃথক পৃথক গুণে, জাতি বিভাগ সৃজিত হইয়াছে। সুতরাং উহা পক্ষপাত পরিশূন্য।

মনু বলিয়াছেনঃ—

১। সর্ব্বসাস্তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ
মুখ বাহুরুজ্জপানাং পৃথক কর্ম্মণ্য কল্পয়ৎ ॥

২। অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণা নাম কল্পয়ৎ ॥

৩। প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েব প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

৪। পশূণাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥

৫। একমেবতু শূদ্রস্য প্রভূঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মন সূয়য়া ॥

(মনু সংহিতা ১ম অধ্যায়)
৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১। শ্লোক।

ইহার তাৎপর্য্যঃ—প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি রক্ষার জন্য যথাক্রমে মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পৃথক পৃথক কর্ম্ম কল্পনা করিয়াছেন।

তিনি ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়দের পক্ষে প্রজা পালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি; বৈশ্যদের পক্ষে পশু পালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জল ও স্থলে বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ গ্রহণ) ও কৃষি কর্ম্ম কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু শূদ্রদিগের পক্ষে একমাত্র অসূয়া বিহীন হইয়া তিন বর্ণের শুশ্রূষাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বংশগত উপাধি ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা জাতি বিভাগ ও তাহাদের বৃত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন তাহাদের উপাধি বিষয়ের সমালোচনা করিব ।

মনু বলিয়াছেনঃ—

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানান্তু বীর্য্যতঃ ।
বৈশ্যাণাং ধান্য ধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।

অর্থাৎ—জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বীর্য্য বলে ক্ষত্রিয়গণ, ধন ধান্যে বৈশ্যগণ এবং জন্মদ্বারা শূদ্রগণ প্রাধান জানিবে ।

মঙ্গলং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং ।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্যতু জুগুপ্সিতং ॥

(মনু-সংহিতা ২য় অঃ ৩১ শ্লোক)

ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাচক, বৈশ্যের ধন বাচক এবং শূদ্রের সেবা বাচক নাম রাখিবে ।

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ ।
ভূতিদ ত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥

(যম-সংহিতা)

যম ঋষি বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস উপাধি রাখিবে ।

তন্তুবায় জাতি ।

আমি এক্ষণে গৌড় বা বঙ্গদেশের তন্তুবায় জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব । একথা স্বীকার্য্য যে আমাদের এই তন্তুবায় উপাধি জাতিগত নহে; কেবল কার্য্য দ্বারাই আমাদের ঐরূপ উপাধি লাভের সত্যতা নিরূপিত হইতেছে । সুতরাং উহা জাতি গত নহে, বৃত্তি গত উপাধি মাত্র । এই তন্তুবায় জাতি চিরদিনই দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত । বিশেষতঃ তাহারা ভগবৎ পরায়ণতা, বদান্যতা, জ্ঞান পিপাসা, পর হিতৈষণা, আচার, বিনয়, প্রভৃতি কৌলিন্য গুণে সমলঙ্কৃত । সাধু বলিয়া তাহারা চিরদিন সমাদৃত । তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্ট পূজাদি কার্য্যে যেরূপ নিয়ম, নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয় তাহাতে তাহাদিগকে কখনই অস্পৃশ্য শূদ্র জাতি বলা যাইতে পারে না । তাহাদের বৈষ্ণবতা ও কুল-প্রথা জগদ্বিখ্যাত । পরাশর সংহিতা, জাতিমালা প্রভৃতি গ্রন্থে তন্তুবায়ের কথা উল্লিখিত আছে । দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে ও ব্যবসা জনিত পরিবর্ত্তনই তাহাদের শূদ্রত্ব লাভের কারণ দেখা যায় । পরাশর সংহিতার বচন মতে নবশাখা বিশিষ্ট শূদ্র জাতি বলিয়া উক্ত গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । যথাঃ—

গোপ মালী তথা তৈলী তন্ত্র মোদক বারুকী ।
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতা নবশায়কা ॥

(পরাশর সংহিতা)

ইহার তাৎপর্য্য এই—গোপ, মালাকার, তিলি, তন্তুবায়, ময়রা, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, এবং নাপিত ইহারা নবশাখা বিশিষ্ট জাতি ইহারা শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত ।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম অধ্যায়ের শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় দ্বাপর যুগেও পূর্ব্ব কথিত জাতির অস্তিত্ব প্রকাশ পায় ।

ততস্তুবায়কঃ প্রীতস্তয়ো বৈশম কল্পয়ং ।
বিচিত্রবর্ণৈ শ্চৈলয়ৈরা কল্পৈরনুরূপতঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

তদনন্তর কোন তন্তুবায় ভগবান রামকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক বিচিত্র বসন ময় ভূষণ দ্বারা অনুরূপ বেশ করিয়া দিলেন। বসন প্রদান করা তন্তুবায়ের কার্য্য। সম্ভবতঃ দ্বাপর যুগে কোন তন্তুবায় ভগবানকে বস্ত্র দিয়া মানব জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।

পুরাণান্তরে এরূপও বর্ণিত আছে যে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তদীয় অধিবাসের দিবস কোন এক বৈষ্ণব সৈচিক একান্ত ভক্তি সহকারে ও প্রীতমনে শ্রীরামচন্দ্রের বস্ত্র লইয়া অযোধ্যা রাজ্যে উপনীত হন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে বনবাস বার্ত্তা শ্রুতি গোচর হইবামাত্র শিরে করাঘাত পূর্ব্বক অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভগ্ন মনে নিজালয়ে গমন করেন। কিছু দিনান্তর উক্ত সৌচিক কালগ্রাসে নিপতিত হন। কিন্তু দয়ার সাগর ভক্ত ভাবন ভগবান তাহার অটল বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রূপে দ্বাপর যুগে মথুরা ধামে বস্ত্র পরিধান স্থলে তাহার পূর্ব্ব জন্মের বাসনা পূরণ করেন।

মণিবন্ধান্মুণি, কার্য্যাং তন্ত্রবায়োপি জজ্ঞিবান।
বস্ত্রাং দত্ত্বা মুনি শ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায় ত্বগিয়ীবান ॥
(জাতি কৌমুদী)

মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার নারীতে তন্ত্রবায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, মুণিগণকে বস্ত্র দান করিয়া তন্ত্রবায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মণিবন্ধ আর মণিকার নারী।
যে জাতি জন্মিল তন্ত্রবায় নাম তারি ॥
মুনিগণে বস্ত্রদানে তন্ত্র দানে তন্ত্রবায়।
সাধারণ লোকে যারে সৌচিক কহয় ॥
(জাতি কৌমুদী ৬১। ৬২ পৃঃ)

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তন্তুবায় জাতি আর্য্য ঋষিগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাহারা আদিম আর্য্য জাতি। দেব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচী অপ্সরার উপাখ্যানে নিম্নলিখিত শ্লোক বর্ণিত আছে।

মালাকার কর্ম্মকার শঙ্খকার কুবিন্দকান।
কুম্ভকার সূত্রধর স্বর্ণ চিত্রকরাং স্তথা॥ (সম্বন্ধ নির্ণয়)

এক সময়ে ঘৃতাচি অষ্ট পুত্র প্রসব করেন তাহাতে অষ্ট জাতি হয়। যথা, মালাকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর।

জাতিমালা নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতা উল্লিখিত আছে

মালা গাঁথে মালাকার দিল তার নাম।
অস্ত্র আদি গড়ে কর্ম্মকার গুণধাম॥
শঙ্খকার শঙ্খ বণিক নাম তার দিল।
বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ জন্য তন্তুবায় হইল॥
মৃত্তিকার পাত্র গড়ে নাম কুম্ভকার।
কাষ্ঠেতে বিচিত্র করে নাম সূত্রধর॥
স্বর্ণ আভরণ গড়ে স্বর্ণকার হইল।
নানা চিত্র করে বলে চিত্রকর দিল॥ (জাতি মালা)

তন্তুবায়ো দশ পলং দদ্যাদেক পলাধিকং।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দণ্ডম্॥

(মনুসংহিতা ৮ অঃ ৩৯৭ শ্লোক)

ইহার অর্থঃ—তন্তুবায়গণ বস্ত্র বয়নার্থ দশপল ওজনে সূতা গ্রহণ করিয়া পিষ্ঠ ভুক্তাদির অনুপ্রবেশ (লাজ ও তণ্ডুলাদির মণ্ড মিশ্রিত সূত্র) হেতু গৃহস্থকে একাদশ পল ওজনে বস্ত্র দিবে, যদি উহার অন্যথা করে তবে তাহাকে দ্বাদশ পল দণ্ডদিতে হইবে।

গোত্র-বংশ তালিকা।

ব্রাহ্মণাদি জাতি যেমন পৃথক্ পৃথক্ গোত্রধারী ও তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন বংশ সম্ভূত বলিয়া সমাজে পরিচিত, তন্তুবায় জাতিরও তদ্রূপ বংশ গোত্রাদি পরিজ্ঞাত থাকিলে আর্য্যঋষিগণের বংশজাত আর্য্য জাতি বলিয়া সহজেই অনুমিত হইবে। বিশেষতঃ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে গোত্রাদির উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে পাঠক মাত্রেরই স্বীয় স্বীয় বংশাবলীর গোত্রাদি সহজেই নিরূপিত হইবে।

	গোত্র			বংশ
১।	মৌদগল্য	...	...	শেঠ, চৌধুরী।
২।	কশ্যপ	...	...	ভুঞা, সরকার, প্রামাণিক
৩।	অগ্নিঋষি	...	...	বসাক, তরফদার।
৪।	ব্রহ্মঋষি	...	...	ঐ, ঐ, সাধু।
৫।	অলদ্ ঋষি	...	...	দত্ত, মজুমদার।
৬।	অলম্ব ঋষি	...	...	ঐ, ঐ।
৭।	আলেম্যান	...	...	দাস, রায়।
৮।	মহর্ষি	...	...	বসাক, তরফদার।
৯।	দুর্ব্বাঋষি	...	...	ঐ, ঐ, বিশ্বাস।
১০।	নাগঋষি	...	...	দাস, মল্লিক।
১১	মঙ্গল ঋষি	...	...	বসাক, তরফদার।
১২।	বলভদ্র ঋষি	...	...	মুচ্ছুদ্দি, সরকার।
১৩।	মধুকুল্য	...	...	বসাক থাকদার।
১৪।	শৃঙ্গর্ষি	...	...	প্রামাণিক, সরকার।
১৫।	পাণ্ডু ঋষি	...	...	বসাক, থোকদার, তরফদার।

গোত্র	বংশ
১৬। কৌল ঋষি	দত্ত, দে, চৌধুরী।
১৭। অগস্ত্য ঋষি	শেঠ, বসাক, তরফদার।
১৮। কুঞ্জ ঋষি	নাগ, চৌধুরী।
১৯। কল ঋষি	হালদার, তরফদার।
২০। গৌতম ঋষি	বসু, দে, দাস।
২১। জনক ঋষি	দত্ত, মজুমদার।
২২। গর্গ ঋষি	মকিম, মণ্ডল, প্রামাণিক।

বঙ্গীয় তন্তুবায় জাতির প্রাচ্য তত্ত্ব।

আমাদের তন্তুবায় জাতির পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে জানা যায়। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত গণকর ও তৎ-নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে মুসলমান রাজত্ব কালে কতিপয় বিদেশী বণিক লাভবান হইবার প্রত্যাশায় বাদসাহের বলে বলীয়ান হইয়া স্থানীয় তন্তুবায়গণের নিকট হইতে সূক্ষ্ম সূত্র ও বস্ত্র লইবার বাসনায় তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে। তন্তুবায়গণ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য নিজ নিজ অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলে, সেই উপদ্রব অসহনীয় হওয়ায় এক রাত্রে ৭।৮ শত ঘর তন্তুবায় উত্তরাভিমুখে ধাবিত ও গঙ্গা পার হইয়া এতদ্ অঞ্চলে অর্থাৎ মালদহ, দিনাজপুর ও পুর্ণিয়া এলাকার স্থানে স্থানে অতি সংগোপনে এমন কি কেহ কেহ স্বীয় আচার, পদবী, ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রী, পুত্রাদি সহ বসবাস করিয়া আসিতেছে। তদবধি অত্রত্য স্থানীয় লোকেরা গণকর নিবাসী তাঁতিদিগকে গণেশ তাঁতি নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার

গঙ্গাই বা গণেশ হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই তাঁতিগণের জাতীয়তা নির্দ্ধারণ কল্পে নিম্নলিখিত কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

১। অনেক পুরাতন দলিলাদিতে স্পষ্টরূপে তাঁতি বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে তাহাদের বংশাবলীর নাম, ধাম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

২। দেশীয় ও বিদেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলীর সভা হইতে আদিম ব্যবসা তন্তু বয়ন, বস্ত্র বিক্রয়, আচার ব্যবহার সৎ শূদ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া পদ্ধতি, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও আচার্য্য পরিবার ভুক্ত গুরু ও পুরোহিত সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা প্রমাণিত হইয়া নবশাক তন্তুবায় জাতি বলিয়া স্বীকারোক্তি পত্র প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিতগণের অভিমত বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

৩। বঙ্গীয় তন্তুবায় জাতি মাত্র চারিটী শাখায় বিভক্ত যথা,—বারেন্দ্র, মধ্যম, উত্তর ও দক্ষিণ কুল। আমরা মধ্যম কুল হইতে সমুৎপন্ন। আমাদের আদি পুরুষ মধুসূদন।

দশবিধ সংস্কার ঃ

— ইতিপূর্ব্বে তন্তুবায় জাতি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যথা,— (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন (১০) বিবাহ।

(১) গর্ভাধান—স্ত্রী লোকের রজঃ দর্শনের ষোড়শ দিবসের মধ্যে পুনর্ব্বিবাহ রূপ সংস্কার বিশেষ।

(২) পুংসবন—গর্ভিনীর পঞ্চম মাসের মধ্যে পঞ্চামৃত ভক্ষণাদি ক্রিয়া বিশেষ।

(৩) সীমোন্তোন্নয়ণ—চতুর্থ, ৬ষ্ঠ অথবা ৮ম মাসে সিঁথিতে সিন্দুর ধারণাদি সংস্কার বিশেষ।

(৪) জাত কর্ম্ম—সন্তানের জন্মকালে নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম

(৫) নাম করণ—বিধি পূর্ব্বক সন্তানের নাম রাখা।

(৬) অন্নপ্রাশন—শিশুদের প্রথম অন্ন ভক্ষণরূপ সংস্কার বিশেষ।

(৭) চূড়াকরণ—মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক শিখা ধারণ কর্ম্ম বিশেষ।

(৮) উপনয়ন—যজ্ঞোপবীত ধারণ, অধ্যাপনার্থ আচার্য্যের নিকট গমনাদি কার্য্য।

(৯) সমাবর্ত্তন—ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহধর্ম্মে প্রবেশ।

(১০) বিবাহ—পরিণয় সংস্কার, দার পরিগ্রহ।

কুল প্রথা।

এই তন্তুবায়গণ তাহাদের কৌলিক প্রথামতে প্রতি বৎসরের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল প্রকার ব্রত ও পূজাদি করিয়া থাকেন। যথা;— ৺ধন্বেশ্বরী বা ৺বিশ্বকর্ম্মা পূজা, ৺মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, ৺ষষ্ঠী পূজা, ৺রথযাত্রা, ৺জন্মাষ্টমী ব্রত, ৺রাধাষ্টমী ব্রত, ৺মহাষ্টমী ব্রত, ৺লক্ষ্মী পূজা, ৺সরস্বতী পূজা, ৺কার্ত্তিক পূজা, ৺মনসাপূজা, ৺শিবচতুর্দ্দশী, ৺কালীপূজা, ৺দোলযাত্রা, ৺রাম-নবমী, ৺দুর্গোৎসব; ৺রাসযাত্রা, ও একাদশী ব্রত ইত্যাদি।

বৈষ্ণবতা।

এই তন্তুবায় সম্প্রদায় মধ্যে সকলেই ভগবৎ পরায়ণ, তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে কয়েক জন মহদ্ব্যক্তির নাম ধাম প্রকাশিত হইল। যথা;—

অল্পদিন পরলোকগত ৺ গুরুপ্রসাদ সরকার।
(বরহাট) ইনি জীবদ্দশায় সোদল্লাপুর গঙ্গাতীরস্থ হইয়া বৈষ্ণব মহোৎসব সমাবাস্তে ৺গঙ্গা লাভ করিয়াছেন।

৺মুরারীধর থোকদার— (জয়হাট) ইনি সংস্কৃত বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন; ইনি জীবিতাবস্থায় শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন ধাম গমন করতঃ কিছুকাল অবস্থিতির পর তথায় রজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৺নীলকান্ত থোকদার— (কুশিদা) ইনি স্বীয় বাটীতে সাধু সেবা ও সর্ব্ববর্ণের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনাদি করাইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন মধ্যেই দেহত্যাগ করেন।

পরলোকগত ও বর্ত্তমান বিষ্ণু পরায়ণ মহৎ ব্যক্তিগণের নাম ও ধাম তাঁহাদের কার্য্য কলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আমাদের সামাজিক তন্তুবায়গণের নির্ম্মিত সূত্র বস্ত্রের তালিকা।।

১। চড়কা কাটা মোটা সূত্র বর্ত্তমান ৪০। ৫০ নং সূতার তুল্য প্রস্তুত হইত।

২। আসনাই (টেকো) কাটা সূক্ষ্ম সূত্র ৬০। ১০০নং পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত।

উক্ত বস্ত্র প্রভৃতি।

১। শান্তিপুরী	৫। শুকপেড়ে
২। ফিতাপেড়ে	৬। কল্কাপেড়ে
৩। ভুমরাপেড়ে	৭। চাদর উরানি ইত্যাদি
৪। চম্পুপেড়ে	৮। থান

উৎকৃষ্ট শাড়ী।

১। ব্রথপেড়ে
২। পাছাপেড়ে
৩। ঝারপেড়ে
৪। উলঙ্গবাহার
৫। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী

উৎকৃষ্ট মশারি।

১। রাজরাজেশ্বরের উপযুক্ত মশারি।

সামাজিক শিল্পীর অগ্রোন্নতি।

বিদেশীয় কাপড় ও সুতা এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী এবং সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইলে, দেশীয় সূক্ষ্ম সূত্র বস্ত্র ইত্যাদি শিল্প দ্রব্য বিদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত মূল্যের তুলনায় প্রতিযোগীতা করিতে অসমর্থ হইয়া এক প্রকার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের শিল্পী তন্তুবায়-গণের কাপড় কলিগ্রামী ও চুড়ামণ ছিটী বলিয়া দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে যে সকল শিল্পী রহিয়াছেন তাহারা ২৫৲। ৩০৲ টাকা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত করিতে সমর্থ।

ইতিপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এতদ্দেশে স্থানে স্থানে নীলকুঠি ও কাপড় খরিদের আড়ত ছিল, ঐ আড়তে যাহারা কাপড় খরিদ করিয়া দিত তাহাদের উপাধি থোকদার বলিয়া কথিত হইত। পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশীয় শিল্প দ্রব্যের অবনতি ঘটায় সম্প্রতি তন্তুবায়গণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন ইতি—

সমাপ্ত

এই পুস্তক —

গ্রাম দুলভপুর, পোষ্ট ইটাহার, জেলা দিনাজপুর

গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য ।